দৈনিক জনকণ্ঠ

69

তারিখ 27 MAY 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রশ্নপত্র ফাঁস করলে ১০ বছর জেল

প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সাথে জড়িত থাকলে সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড হবে। পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন ১৯৮০ এবং এর সংশোধনী ১৯৯২-এর চার নম্বর ধারায় এ শাস্তির বিধান রয়েছে। মঙ্গলবার জনগণের জ্ঞাতার্থে এ ধারা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। উক্ত ধারামতে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করা, এ লক্ষ্যে তা বিক্রি বা বিতরণ করা বা প্রচার করা দন্ডনীয় অপরাধ।

পাঁচ বোর্ডের চেয়ারম্যানদের পক্ষে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান মুঃ তোজাম্মেল হোসেন মঙ্গলবার কয়েকটি বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে কক্ষ পরিদর্শকের কর্তব্যে শৈথিল্য ও

(১১ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

প্রশ্নপত্র ফাঁস

(প্রথম পাতার পর)

দায়িত্বহীনতা সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রবণতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এমতাবস্থায় কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কক্ষ পরিদর্শকগণকে পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিদকতর কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হবার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কোন কেন্দ্রের ভিতরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে বা বাইরে অবাঞ্ছিত লোকজনের সমাবেশ দূর করা সম্ভব না হলে স্থানীয় প্রশাসন ঐ কেন্দ্র বাতিল করে থানা সদর বা জেলা সদরে স্থানান্তর করতে পারবে। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে কেন্দ্র ত্যাগ করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কোন কোন কেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথচ এর ফলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ জাতীয় পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

ক্যালকুলেটর ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা হয়, নন-প্রোগ্রামেবল সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর মডেল ক্যাসিও এফএক্স-১০০, এফএক্স ৮২ এবং সমমানের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। এ মডেলের ওপর মানের কোন সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর এবং প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর কোনক্রমেই ব্যবহার করা যাবে না।